দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 FEB 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অধ্যক্ষসহ ৫ জন অধ্যাপক ও ৫০ জন ছাত্র আহত

পাবনায় সংঘর্ষ : বাস ভস্মীভূত : কারফিউ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পাবনা, ১লা ফেব্রুয়ারী।—ছাত্র এবং বাস মালিক ও শ্রমিকদের এক ভয়াবহ সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে জেলা প্রশাসন আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামীকাল ভোর ৬টা পর্যন্ত শহরে কার্ফু জারি করেছে। কার্ফুর মধ্যে রাস্তায় কাউকে দেখা মাত্র পুলিশকে গুলির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ সকাল পৌনে এগারটা থেকে বিকাল পর্যন্ত পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্র এবং বাস মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষসহ পাঁচজন অধ্যাপক ও প্রায় ৫০ জন ছাত্র আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অধ্যক্ষসহ ৫ জন শিক্ষক ও সাতজন ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষের সময় ১৩টি বাস ও একটি মিনিবাস ভস্মীভূত হয়। শহরের কয়েকটি গ্যারেজে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন রুটের আরও ৩৭টি বাস ও মিনিবাস ভাঙচুর করা হয়। আগুন এবং ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত বাস ও মিনিবাসের সংখ্যা সর্বমোট ৫১।

গত বৃহস্পতিবার পাবনার নগরবাড়ি রুটের ধোলাই স্টপেজ থেকে এডওয়ার্ড কলেজের একজন ছাত্র শহরে আসার পথে একজন বাস শ্রমিকের সাথে বচসার পরিণতিতে আজকের ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে। জানা গেছে বাস শ্রমিকরা এ ছাত্রটিকে শহরের টার্মিনালে এনে লাঞ্ছিত করেছিল। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ বাস মালিকদের কাছে প্রতিকার চেয়ে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 FEB 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কারফিউ

(১ম পৃঃ পর)

ব্যর্থ হন বলে জানা যায়।

আজ সকালে কিছুসংখ্যক ছাত্র এডওয়ার্ড কলেজের কাছে রাধানগরে ঈশ্বরদী রুটের একটি বাস ও মিনিবাস আটকানোর চেষ্টা করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। বাস শ্রমিকদের একটি দল এডওয়ার্ড কলেজের দুটি ডিগ্রী হোস্টেলে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। তারা হোস্টেলের ঘুমন্ত একজন ছাত্রকে বেদম প্রহার করলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পথে বেরিয়ে পড়ে। তারা প্রথমে দুটি বাস ও একটি মিনিবাসে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এরপর বাস মালিক ও শ্রমিকদের একটি সশস্ত্র মিছিল এডওয়ার্ড কলেজের ভেতর ঢুকে অধ্যক্ষ গাজী আবদুস সলাম, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল বাতেন, রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জয়নুদ্দীন, অংকের অধ্যাপক অনীল বরণ মিত্র ও বাংলার অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ও উপস্থিত সাতজন ছাত্রকে বেদম প্রহার করে। এদের প্রহারে অধ্যক্ষের দুটি হাতই ভেঙে গেছে।

এই ঘটনার পর অধ্যক্ষ নিহত হয়েছেন বলে পাবনা শহরে গুজব রটলে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা জঙ্গী মিছিল নিয়ে পথে নেমে আসে। শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাস ও মিনিবাসের গ্যারেজে এলোপাতাড়ি আগুন লাগানো হয়। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন গোটা পাবনা শহর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পুলিশ ও দমকল বাহিনীর পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা এক অসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একটি গ্যারেজে অগ্নিসংযোগকালে একজন বাস মালিক বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর বন্দুকের গুলি বর্ষণ করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেন। তবে উচ্চ পদস্থ একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকরা আক্রান্ত না হলে হয়তো পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটতো না।

অধ্যক্ষসহ উল্লিখিত পাঁচজন অধ্যাপক ছাড়া যে সাতজন ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারা হলেন: লিটন, ফেরদৌস, তোফাজ্জল, কোরবান আলী, নাজমুল হোসেন, নজরুল ও বাসুদেব।

কার্ফু জারির পর রাস্তাঘাট নির্জন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এখন প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে। সন্ধ্যার পর পর্যন্ত কোন কোন গ্যারেজে আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

ঈশ্বরদী থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান: পাবনা শহরে গোলযোগের পর ঈশ্বরদী-ঢাকা, ঈশ্বরদী-পাবনা-নগরবাড়ি, রাজশাহী-ঢাকা এবং কুষ্টিয়া-ঢাকা রুটের সমস্ত বাস ও মিনিবাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। দাশুড়িয়ার কাছে আজ সন্ধ্যা নাগাদ ৫০টি বাস এসে জমা হলে ঈশ্বরদী পুলিশ এগুলি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঈশ্বরদী এবং পাবনা বাস টার্মিনালে অসংখ্য যাত্রী দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন।